আমাদের স্পিনারদের সামর্থ্য ও দুর্বলতা

Dcgnv‡`k gv‡bB w¯úb AvZsK| `miv, ¸Mwj, Avgvi-w¯ú‡bi iKgwi †Wwjfwi‡Z wech¯ wekL¨vZ e¨vUmg¨vbiv| wcwQ‡q †bB evsjv‡`k| evnwZ w¯úbvi‡`i Rb¨ †Zv ¯Mfwg! wµ‡KUwe‡k †Zvjcvo ïi“ n‡q †M‡Q Avgv‡`i w¯úbvi‡`i wb‡q| G mg‡qi ZviKv w¯úbvi‡`i mvg_ বিশ্লেষণ K‡i‡Qb RvZxq `‡ji mv‡eK w¯úbvi

এনামুল হক মণি

১৯৮৫ সাল। তখন দেশে ফুটবলের গণজোয়ার। তবু ভালোবাসা হলো ক্রিকেটের সঙ্গে। সেই সময়টাতে কোনো ক্রিকেট একাডেমী ছিল না, তাই খেলতে খেলতেই খেলোয়াড় হয়ে ওঠা। পাড়ায় খেলতাম। বল ভালো করতাম, সঙ্গে ব্যাটিংটা তো ছিলই। এভাবেই কখন ক্রিকেটটা জীবন অথবা জীবনটাই ক্রিকেট হয়ে গেল, তা টের পাইনি। জাতীয় দলে খেলেছি যা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান। এখনো খেলে যাচ্ছি প্রিমিয়ার লীগে আর পাশাপাশি আম্পায়ারিং শুরু করেছি। এবার জাতীয় লীগে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনে আম্পায়ারিং করেছি, তাই খেলোয়াড়দের অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়।

এই উপমহাদেশ থেকে প্রচুর স্পিনার বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাদেশকে তো বাঁহাতি স্পিনারদের স্বর্গভূমি বলা যায়। মোহাম্মদ রফিক, এনামুল জুনিয়রদের মতো বিশ্বমানের বাঁহাতি স্পিনার রয়েছে আমাদের। এ ছাড়া উঠে আসছে আরো অনেকে। তবে অফ স্পিনার ও জেনুইন লেগ স্পিনারদের কিছুটা সংকট এমুহূর্তে বিদ্যমান। তবে বাঁহাতিরা কিন্তু এই শূন্যস্থান বুঝতেই দিচ্ছে না। আমাদের ঐতিহাসিক টেস্ট এবং ওয়ানডে সিরিজ জয়ে কিন্তু বাঁহাতিরাই বাজিমাত করলো। তবে স্পিনারদের প্রয়োজন সঠিক পরিচর্যা। যতই প্রতিভাবান হোক, পরিচর্যার অভাবে কিন্তু তারা ফুল হয়ে ফুটবে না। তাদের জন্য আলাদা ক্যাম্প করতে হবে, বিদেশে উচ্চ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই দেশের মানুষকে তারা আনন্দে উদ্বেলিত করবে বারবার। দেশের স্পিনারদের সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গেলে কয়েকজন সম্পর্কে আলাদা করে বলা দরকার।

মোহাম্মদ রফিক : রফিক সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছুই নেই। ইতিমধ্যেই সে পারফর্মেন্স দিয়ে তার কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করছে। যে কোনো উইকেটেই সে সমান ভয়ঙ্কর। ওর সবচেয়ে বড় গুণ হলো ধৈর্যশীলতা। প্রচন্ড ধৈর্য নিয়ে সে একই লাইন-লেন্থে বল করে যায়। তার বলের লাইন-লেন্থ অসাধারণ। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো সে এই ক্ষমতাটা ব্যবহার করে পুরোমাত্রায়। তুলনামূলকভাবে তার বলে টার্ন কম। কিন্তু খুবই টাইট লাইনে বল করে এই দুর্বলতা পূরণ করে। ওয়ানডেতে তার ইকোনমি রেট সত্যিই ঈর্ষণীয়। আর টেস্টে তার মতো উঁচুমানের বোলার সত্যিই বাংলাদেশের সম্পদ। তার মূল স্ট্র্যাটেজি হলো, ব্যাটসম্যানকে রান করতে না দেয়া। এতেই কাজ অনেকটা হয়ে যায়। আর তখন সে ভুল করতে বাধ্য। তখন বোলিংয়ে সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে বোধ হয় বিপরীত প্রান্তের বোলার। ওর সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো আর্ম বল। যেকোনো সময়, যেকোনো অবস্থায় সে আর্ম বল করে এবং এই বলে প্রচুর উইকেটও পেয়েছে।

লোয়ার অর্ডারে রফিকের ব্যাটিং বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। ওয়ানডেতে দ্রুত রান তুলতে সে পারদর্শী। আবার দলের প্রয়োজনে ওপেনও করে। টেস্টে তার সেঞ্চুরিও আছে। চমৎকার একজন ফিল্ডার সে। তার ক্যাচিং খুবই ভালো।

এনামুল হক জুনিয়র : সিলেটে গিয়ে তার মাঝে প্রতিভার দ্যুতিটা দেখেছিলাম। আর এখন সে বাংলাদেশ দলে বড় সম্পদ। গত জিম্বাবুয়ে সিরিজেই তা প্রমাণ করেছে। অসম্ভব প্রতিভাবান একজন বোলার। বল বেশ ভালো স্পিন করাতে পারে। তার সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো ভ্যারিয়েশন ও লোভনীয় ফ্লাইট। বলে ফ্লাইট দেয় এবং টার্ন আদায় করে নেয় পিচ থেকে। লাইন-লেন্থ খুব ভালো। দলের প্রয়োজনে টাইট বোলিং করতে পারে, আবার

মোহাম্মদ রফিক : †U÷ I Iqvb †W-`wU‡ZB mgvb cvi`kx

এনামুল হক জুনিয়র : টেস্ট ক্রিকেটে আতংকের নাম

হঠাৎ ভ্যারিয়েশনে বাটসম্যান সমস্যায় পড়ে। তার বড় দুর্বলতা হলো অভিজ্ঞতা। সে খুব ভালো বোলার কিন্তু অনেক সময়ই একবার খারাপ করলে অভিজ্ঞতার অভাবে কামব্যাক করতে পারে না। যত সময় যাবে ততই সে পরিপূর্ণ একজন স্পিনার হয়ে উঠবে। তার সাফল্য-তৃষ্ণাই তাকে বড়মাপের বোলার হয়ে উঠতে সহায়তা করছে। টেস্টে সে আমাদের অন্যতম সম্পদ। তবে ওয়ানডেতে এখনো নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।

মানজারুল রানা : যতটা না টেস্ট বোলার তার চেয়ে বেশি সে ওয়ানডে বোলার। জিম্বাবুয়ের সঙ্গে ওয়ানডে সিরিজটা নিজের করে নিয়েই সে তা প্রমাণ করেছে। তাকে প্রতিভাবান বলা যাবে না। তার পরিশ্রম তাকে সৌভাগ্য এনে দেয়। লাইন-লেন্থ ততোটা কনসিসটেন্ট না। তবে তার বোলিংয়ের সবচেয়ে বড় গুণ হলো, বল একটু স্লো আসে। মূলত গ্রিপের কারণে বল অব দ্য পিচ একটু স্টপ করে আসে। ফলে ক্লোজ পজিশনে অনেক ক্যাচ পায়। বলে বেশি ফ্লাইট দেয় না। ভ্যারিয়েশনও কম। চেষ্টা করে টাইট বল করে রান আটকাতে। তবে মাঝে-মধ্যেই লুজ বল দেয়। এটা তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে।

ওয়ানডেতে মাল্টি স্কিল থিওরি তাকে সুবিধা দেয়। মূলত বোলার হলেও ব্যাটিংটা পারে। ফলে দলে তার অপরিহার্যতা রয়েছে।

আবদুর রাজ্জাক : সম্ভাবনার ঝলক

gvbRvi"j ivbv I Ave`i iv¾vK : Iqvb †W †¯úkwj ÷

দেখিয়েই উঠে এসেছিল জাতীয় দল পর্যন্ত। তবে প্রশ্ন ছিলো, তার বোলিং অ্যাকশন। আইসিসি তার অ্যাকশন শুদ্ধ করতে বলে। ফিরে এসেছে, তবে আগের সেই দ্যুতি ফিরে পায়নি। আইসিসি প্রণীত নতুন নিয়মে অনেক সুবিধা সে পাবে। ভালো বোলার অবশ্যই। টাইট তার লাইন-লেন্থ। ব্যাটসম্যানদের বেঁধে রাখতে জানে। তাই ওয়ানডেতে অনেক বেশি কার্যকর। ভ্যারিয়েশন না দিয়ে বরঞ্চ লাইন-লেন্থে বল করে যায়। দলে ফিরতে হলে তাকে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে পড়তে হবে।

তবে ব্যাট হাতে সে দলকে সাহায্য করতে পারে। অবশ্যই ভালো একজন ফিল্ডার সে।

এছাড়া প্রতিভাবান স্পিনার হিসেবে উঠে আসছে আরো অনেকে। তাদের মাঝে অন্যতম ইলিয়াস সানি। খুব বেশি এক্সপেরিমেন্টে করতে চায়। ফলে অনেক সময়ই বেশি রান দিয়ে ফেলে। এতে বেশি ভ্যারিয়েশনের দিকে নজর না দিয়ে নিখুঁত লাইনে বল ফেলার দিকে তার নজর দেয়া উচিত। ব্যাটিং তার বড় সম্পদ। কয়েকদিন আগে জাতীয় লীগে প্রায় ২০০ রানের একটা ইনিংস খেলেছে। চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রতিভাবানদের মাঝে আছে আশরাফুলও। খেলাটা যখন শুরু করে, তখন ব্যাটিং-বোলিং দুটোই করতো। তবে দলের প্রয়োজনে এখন পুরোদস্তুর ব্যাটসম্যান বনে গেছে। টেস্টে পার্টটাইম বোলার হিসেবে অনেক সময়ই ব্রেক থ্রু এনে দিতে পারে। বল বেশ ভালো টার্ন করাতে পারে। ফ্লাইট দেয়। তবে মাঝে-মধ্যেই বাজে বল দেয়। তার ব্যাটিং-প্রতিভাটাই দলের প্রয়োজন আর ব্যাটসম্যান হিসেবেই দলে সে অপরিহার্য। তাই বাড়তি এই সুবিধাটুকু দল তার কাছ থেকে প্রয়োজনে নিতে পারে।

অনুলিখন : **হাসান জামান খান**

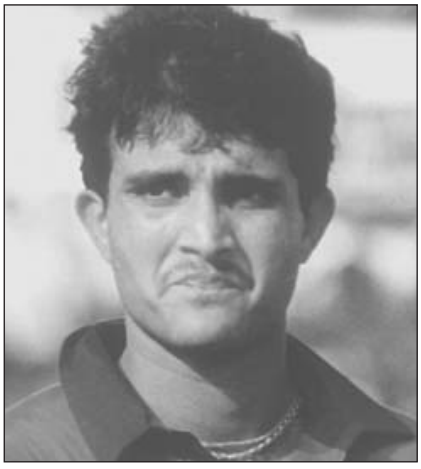

দুঅধিনায়কের নানা চ্যালেঞ্জ
ইনজামাম বনাম গাঙ্গুলী

AwabvqK| wµ‡KU gv‡Vi Pwjkvkw³ | `pZv, weP¶YZv, D`¨gZv Ges Zvr¶wYK wm×vš† tbqvi ¶gZvi GK Ace mgšq| wµ‡KU we‡ki A‡bK ZviKv †L‡jvqvo fvj AwabvqK n‡Z cv‡ibwb| Avevi gvSwi gv‡bi †L‡jvqvo AwabvqK wn‡m‡e wQ‡jb mdj| cvK-fviZ wmwi‡Ri `Awabvq‡Ki P¨v‡jÄ¸‡jv বিশ্লেষণ K‡i‡Qb **মারুফ রনি**

একটা দলের অধিনায়ক মানেই সে দলের সেরা প্লেয়ার নয়। প্রথমেই যেটা প্রয়োজন, তাকে ভালো নেতা হতে হবে। আর একজন উঁচুমানের প্লেয়ারের মধ্যে নেতৃত্বগুণ নাও থাকতে পারে। ক্রিকেটের ঈশ্বর ব্র্যাডম্যানকে একজন খেলোয়াড় হিসেবে খুব সহজেই চেনা যায়। কিন্তু একজন অধিনায়ক হিসেবে তাকে ধোঁয়াশার মধ্য থেকে খুঁজে বের করতে হবে। একজন অধিনায়ক এবং খেলোয়াড়ের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

তাদের বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন।

গ্রিক দার্শনিক জেনোফোন বলেছিলেন, 'একজন নেতার মধ্যে আবেগ, অনুরাগ, নিরপেক্ষতা, কল্পনাশক্তি, উদ্যমতা, বিচক্ষণতা, বাস্তব জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের সংমিশ্রণ থাকবে। তার মধ্যে অবশ্যই স্থূল ও ভয়ঙ্কর স্বভাবসম্পন্ন এবং সহৃদয়বান দুটো বৈশিষ্ট্যই থাকবে। আবার মাঝে মাঝে তাকে লোভাতুর এবং সন্দেহপ্রবণও হতে হয়। সর্বোপরি তাকে যেকোনো সময়ে যেকোনো কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

অধিনায়ককে যেকোনো একটা দিকের বিশেষজ্ঞ হলে চলবে না। তাকে সবকিছুর বিশেষজ্ঞ হতে হবে। অন্ততপক্ষে সব বিষয়ে জানা প্রয়োজন।

সৌরভ গাঙ্গুলী এবং ইনজামাম-উল হক দু'জনেরই ব্যাটিংতান্ডব নির্মম। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে দু'জন কতটা নির্মম? এর উত্তর জানতে হলে ভারত-পাকিস্তান সিরিজ দেখার চেয়ে ভালো কোনো সুযোগ আর আসবে না। কেননা ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ মানে শুধু জমজমাট ক্রিকেটযুদ্ধ নয়, তার সঙ্গে যোগ হয় স্নায়ুযুদ্ধ। দু'দলকে যদি একে অপরের সঙ্গে সারা বছর খেলতে হতো তাহলে নিশ্চিত খেলোয়াড়দের স্নায়ুযন্ত্র বিকল হয়ে যেতো। এ প্রবল উত্তেজনাকে সামাল দেয়া যে কি কঠিন কাজ সেটা দু'দলের অধিনায়ক ভালো করেই জানেন। ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর মন্তব্য, 'দু'দলের শক্তিগত পার্থক্য ১৯-২০। যে দল চাপ সামলাতে পারবে সেই জিতবে।' ভারত-পাকিস্তান সিরিজের বাড়তি চাপকে সামাল দিতে হবে মূলত অধিনায়কদের, যাতে দলের অন্য খেলোয়াড়রা ফ্রি-হ্যান্ডে খেলতে পারে। অধিনায়কের ওপর আরো কিছু বাড়তি চাপ যোগ হতে পারে এ সিরিজে। বিশেষত, ইনজামামের ওপর। পাকিস্তান দলের নেতৃত্বের জায়গাটা দারুণ দুর্যোগপূর্ণ। ইমরান খানের পর যারাই এ জায়গায় বসেছেন তাদের সবারই অপমৃত্যু ঘটেছে। এসব অধিনায়কের টেস্টের পরিসংখ্যান হচ্ছে-

আকরাম, ওয়াকার, সেলিম মালিকের নেতৃত্বে পাকিস্তান দল খারাপ করেনি। তারপরও তারা বেশিদিন টিকতে পারেননি। কোনো না কোনো দায়ভার কাঁধে নিয়ে বিদায় নিতে হয়েছে। সুতরাং ইনজামামের ক্ষেত্রেও এ রকম ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা, নিজেদের মাটিতে ভারতের কাছে হারার পর তারা অস্ট্রেলিয়ার কাছে হোয়াইট ওয়াশ হয়েছে। এরপর যদি এ সিরিজেও হারতে হয়, তাহলে ইনজামাম পারফর্মেন্সের ধোয়া তুললেও তার টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ এটাই এ উপমহাদেশের ক্রিকেটনীতি। সৌরভ গাঙ্গুলীও এ নীতির বাইরে নন। তার মুখ থেকেই শোন যাক এর সত্যতা- 'গত পাকিস্তান সফরটা আমার কেরিয়ারের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট ছিল। যদি হেরে যেতাম তাহলে হয়তো অধিনায়কত্ব থাকতো না।' তবে গাঙ্গুলীর এ কথাটা ইনজামামের মনে ভয় ধরানোর জন্যও হতে পারে। কারণ এখন ক্রিকেটে স্লেজিং একটি অত্যাধুনিক অস্ত্র। ইনজামামের গদিটা যে নড়বড়ে অবস্থায় আছে এটা বারবার মনে করিয়ে দিয়ে তাকে যদি মানসিক চাপে রাখা যায়, তাহলে হয়তো কুম্বলের বলে 'ছয়' কিছুটা কম হতে পারে।

'গত পাকিস্তান সফরটা আমার কেরিয়ারের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট ছিল। যদি হেরে যেতাম তাহলে হয়তো অধিনায়কত্ব থাকতো না।' তবে গাঙ্গুলীর এ কথাটা ইনজামামের মনে ভয় ধরানোর জন্যও হতে পারে। কারণ এখন ক্রিকেটে স্লেজিং একটি অত্যাধুনিক অস্ত্র। ইনজামামের গদিটা যে নড়বড়ে অবস্থায় আছে এটা বারবার মনে করিয়ে দিয়ে তাকে যদি মানসিক চাপে রাখা যায়, তাহলে হয়তো কুম্বলের বলে 'ছয়' কিছুটা কম হতে পারে

গাঙ্গুলীও ফুরফুরে মেজাজে নেই। গত চারটি ওয়ানডেতে তারা পাকিস্তানের কাছে হেরেছে। এই পরিসংখ্যানটাও তার মাথায় ঘুরপাক খাওয়ার কথা। আরও একটা ব্যাপার, গত কয়েকটি ম্যাচে তার পারফর্মেন্স খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। অধিনায়কের বাজে ফর্ম এবং দলের পরাজয় একাকার হয়ে গেলে, সে ক্ষেত্রে পুরো দলের ওপর স্থায়ীভাবে নেগেটিভ প্রভাব পড়তে পারে। ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক নাসের হুসেইনের বাজে সময় যাওয়ার পাশাপাশি দলও খারাপ সময় পার করছিল। সে সময় ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইক ব্রেয়ারলির মতো অনেকেই নাসের হুসেইনকে দল খারাপ করার জন্য দায়ী করলো। তাদের যুক্তি, অধিনায়কের বাজে ফর্মের প্রভাব অন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। অবশ্য সে যাত্রায় তিনি টিকে গেলেও এ রকম ঘটনা গাঙ্গুলীর ক্ষেত্রে ঘটলে, তিনি কিন্তু টিকবেন না। কারণ এ উপমহাদেশের ক্রিকেট আবেগ দিয়ে চলে।

এবারের সিরিজে পাকিস্তান দলে তরুণের ছড়াছড়ি। এর ফলে ইনজামামের কাঁধ একটু চওড়া করতে হবে। একজন সফল অধিনায়ক হওয়ার ক্ষেত্রে তার দলের খেলোয়াড়দের খুঁটিনাটি দুর্বলতাগুলো ধরিয়ে দেয়া এবং তার সমাধান করা প্রয়োজন। এ দিক থেকে চিন্তা করলে ইনজামামের ভোগান্তির শেষ নেই। আসিম কামাল, আরশাদ খান, নাভেদুল, কানেরিয়াদের নিয়ে স্টাডি করার মতো পর্যাপ্ত সময় তিনি পাননি। জাতীয় দলের অভিজ্ঞতায় তারা শিশু। আর তাদের কিভাবে ব্যবহার করলে ভালো কিছু বের করে আনা সম্ভব, এ কৌশল জানা খুব বেশি প্রয়োজন। এটা ইনজামামের জন্য কঠিন কাজ হবে। এই কঠিন কাজটাই খুব সহজভাবে করতেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল। তিনি তার দলের অসাধারণ সম্ভাবনাময় রয় গিলক্রিস্টকে খুব ভালোভাবেই জানতেন। ওরেল সব সময় গিলক্রিস্টকে একটা জিনিস স্মরণ করিয়ে দিতেন। তুমি কখনো বাউন্সার এবং বিমারের ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক হবে না। ওরেল যতদিন অধিনায়ক ছিলেন ততোদিন পর্যন্ত গিলক্রিস্ট ছিলেন দুর্দান্ত। কিন্তু ওরেল ১৯৬০ সালে অবসর নেয়ার পর তার কেরিয়ারও বেশিদিন টেকেনি। তাই একজন সফল অধিনায়কের কাছ থেকে কোনো খেলোয়াড় অনেক কিছুই পেতে পারেন।

ইনজামাম এবং গাঙ্গুলীর মধ্যে একটি ব্যাপারে দারুণ মিল রয়েছে। সেটা হলো, নেতৃত্ব পাওয়ার পর তাদের ব্যাটিং গড় কমে এসেছে। ইনজামামের টেস্ট ম্যাচের গড় ৪৮.৯৭। এর মধ্যে ১০টি ম্যাচে তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন যার গড় ৩৯.৮১। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটা পাকিস্তানের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। গাঙ্গুলীর ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটেছে। টোটাল টেস্ট ম্যাচে তার গড় ৪২.২৫, কিন্তু তিনি যে ৪৪টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেখানে তার ব্যাটিং গড় ৩৯.২৭। নেতৃত্বের চাপেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে হোক, দু'জনের ব্যাটিং গড় কমে যাওয়ার ফলে পাকিস্তান বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেননা, ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে ইনজামামের চেয়ে গাঙ্গুলীর ব্যাকআপ অনেক শক্তিশালী। গাঙ্গুলীর ক্ষেত্রে যেটা ঘটে, তিনি যদি রান নাও পান তার জায়গায় রাহুল দ্রাবিড়, শচীন টেন্ডুলকার, লক্ষ্মণরা রয়েছেন। যারা একাই দলের ব্যাটিংকে টেনে নিতে সক্ষম। কিন্তু পাকিস্তান দলের ব্যাটিংয়ে জীবন মরণ সবই ইনজামাম। তারপরও পাকিস্তান সমর্থকদের একটাই আশার কথা,পাকিস্তানের বড় বড় সাফল্য এসেছে কন্টকাকীর্ণ পথ ধরেই। '৯২-এর বিশ্বকাপে ইনজামামের সেরা ইনিংসটাও বেরিয়ে এসেছে এক দুর্গম পরিস্থিতির মধ্য থেকে। আর এ জন্যই গাঙ্গুলীরা এ কথা বলার সাহস পাচ্ছেন না। ইনজামামের নেতৃত্বে স্বয়ং ঈশ্বর ভর করলেও পাকিস্তানিরা জিতবে না।